



কশ্যপ ঋষি: এক মহান শক্তিশালী সপ্তর্ষি

সনাতন গ্রন্থ অনুসারে, কশ্যপ ঋষি হলেন সপ্তর্ষিদের একজন এবং তাই তাঁকে আশ্চর্যজনক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হয়।
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির প্রথম যুগে ছিলেন এক মহান ঋষি। কশ্যপ মুনি, যিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি মারিচি এবং তাঁর স্ত্রী কালরে পুত্র।
ঋষি কশ্যপ, যিনি কশ্যপ ঋষি নামেও পরিচিত, একজন প্রাচীন বৈদিক ঋষি। তিনি সবচেয়ে সম্মানিত এবং সুপরিচিত হিন্দু ঋষিদের একজন। এই কারণেই তিনি সপ্তর্ষি নামক সাতজন শ্রেষ্ঠ ঋষির দলে অন্তর্ভুক্ত।
বৈদিক-পরবর্তী কিছু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সপ্তর্ষিদের মধ্যে কিছু হলেন বশিষ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ভগবান ব্রহ্মার মনসপুত্র (মানসপুত্র)।
ঋষি কশ্যপ ছাড়াও অন্যান্য সপ্তর্ষি ছিলেন গৌতম, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ এবং জমদগ্নি।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, ঋষি কশ্যপ হলেন অন্যান্য ছয় সপ্তর্ষির সাথে উর্সা প্রধান নক্ষত্রপুঞ্জের একটি নক্ষত্র।
কশ্যপ আসলে কচ্ছপ মানে কনিত্ত তিনি কশ্যপ অবতার নন। বরং তিনি কশ্যপ প্রজাপতি নামে পরিচিত। একজন প্রজাপতি একটি অত্যন্ত উচ্চ পদ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি অবশ্যই দক্ষ প্রজাপতি সম্পর্কে শুনছেন।

ব্যক্তিগত:- তিনি একজন শক্তিশালী ঋষি এবং আশ্চর্যজনক ক্ষমতা সম্পন্ন ঋষি, তবুও তিনি অত্যন্ত নম্র এবং সহায়ক। তাঁর ক্ষমতা দিয়ে, তিনি অবশিষ্টাংশ বর দিতে পারেন যেমনটি তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর ক্ষেত্রে করেছিলেন।

ঋষি কশ্যপ অনেকে বৈদিক গ্রন্থ, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ এবং মহাকাব্যে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে বদে, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং উপনিষদ।

তাঁর তপস্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি পরবর্তীতে হলেন সমগ্র জীবজগতের জনক!
যাঁর সন্তানরা দেবতা, অসুর, নাগ, দানব জাতরিও পূর্বপুরুষ!
কশ্যপ মুনি বিবাহ করেছিলেন দক্ষ প্রজাপতির তরোজন কন্যাকে □
আর সেই 13 স্ত্রী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী।

□ অদতি

অদতি ছিলেন প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। অদতি ছিলেন দেবমাতৃকা। তাঁর সন্তানরা হলো আদিত্যগণ।
আদিত্যের মধ্যে প্রধান দেবতা ইন্দ্র। এছাড়া সূর্য, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি অদতি অসীম দয়ার প্রতীক। তাঁর গর্ভে জন্মানো দেবতারা সর্বদা ধর্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেন। অদতি ভগবান বিষ্ণুরও ভক্ত ছিলেন। তিনি দেবগণের মা হিসেবে পূজিতা হন।

□ দতি

দতি ছিলেন অসুরদের জননী। তিনি অদতির সহোদরা। তাঁর সন্তানরাই হলো অসুরগণ। হরিণ্যাক্ষ ও হরিণ্যকশপি হল তাঁর দুই মহাপুত্র। হরিণ্যকশপি ছিলেন প্রহ্লাদের পিতা। তাই প্রহ্লাদও কশ্যপের পৌত্র।
দতির গর্ভ থেকে বহু অসুর জন্ম নেয়। দতি একবার কশ্যপ এর তপস্যা ভঙ্গ করে সন্তান হওয়ার আশীর্বাদ চান কিন্তু তখন ছিল সন্ধ্যা তাই তিনি বলেন এখন আশীর্বাদ দলে তোমার অসুর পুত্র জন্মাবে। দতি বলল তাই হোক। কশ্যপ রাজি হলো তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায় তার আশীর্বাদে অসুর পুত্র জন্মায়।

□ দনু

দনু ছিলেন দক্ষকন্যা। তাঁর সন্তানরা হলো দানবগণ।
ভৃশপর্ণ, একচক্র, শম্ভর প্রভৃতি দানব দনুর সন্তান।
দনুবংশীয় দানবরা দেবতাদের সঙ্গে চরিশতরু। তারা প্রায়ই স্বর্গ আক্রমণ করত। পুরাণে দানবরা শক্তিশালী কিন্তু অধার্মিক বলে বর্ণিত। দনু থেকে "দানব" শব্দে উৎপত্তি। দনু সন্তানদেরকে বিশাল আকারে, মহাবলশালী বলা হয়। মহাভারতে দনুবংশীয় যোদ্ধাদের উল্লেখ আছে। তাই দনু হলেন অন্ধকারশক্তির উৎস।

□ কদ্রু

কদ্রু ছিলেন নাগমাতা। তিনি অসংখ্য নাগের জন্ম দেন।
বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি তাঁর সন্তান। কদ্রু একবার বনিতার সঙ্গে ঘোড়ার লজেরে রং নিয়ে বাজি ধরেন।
তিনি প্রতারণা করে জতিছিলেন। এতে বনিতা দাসী হয়ে যান। কদ্রুর সন্তানরা সর্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।
নাগদের আবাস পাতাল। কদ্রু ছিলেন নাগজাতরি জননী।

□ বনিতা

বনিতা ছিলেন গরুড় ও অরুণের জননী।

তিনি কদ্রুর বোন। একবার ভুলবশত তিনি গর্ভফল(ডিম) অকালই ভঙে ফেলেন।
তখন জন্ম হয় অরুণের। পরে তিনি গরুড়কে জন্ম দেন। গরুড় হলো দবেপক্ষী ও বসিঁণুর
বাহন।

গরুড় নাগদরে শত্রু। তাই কদ্রুর সন্তানদরে সঙ্গে শত্রুতা শুরু হয়। বনিতা কদ্রুর
প্রতারণায় দাসত্বভোগ করেন।

পরে গরুড় মায়ের মুক্তি ঘটান।

□ তাম্রা

তাম্রা ছিলেন পক্ষীদরে জননী। তাঁর সন্তানরা হলো বিভিন্ন প্রজাতির পাখিশিকুন,
বাজ, ময়ূর প্রভৃতি। তিনি আকাশচর প্রাণীদরে জন্ম দেন।

তাম্রার সন্তানরা প্রকৃতির ভারসাম্যে ভূমিকা রাখে।

তাঁর বংশধরদরে মধ্যে অনেকে পক্ষীর উল্লেখ পুরাণে আছে। তাম্রা থেকে ভিন্ন ভিন্ন
শ্রণের পাখি প্রসারিত।

তাঁর বংশধরদরে মধ্যে শকুনরা প্রায়ই অশুভ সংকটে হিসেবে ধরা হয়। তাই তাম্রা
আকাশবাসীদের মা।

□ সুরভি

সুরভি ছিলেন ধনুমাতা। তিনি গরু ও গোসম্পদরে জননী। গাভীকে "কামধনু" বলা হয়।
কামধনু অসীম দুধ ও সম্পদ দিতে সক্ষম।

সুরভি থেকে পৃথিবীতে গোসম্পদ আসে।

গরুকে হিন্দু ধর্মে পবিত্র বলা হয়। সুরভি দেবলোকও পূজিত হয়। তাঁর দুধ থেকে
অমৃত সৃষ্টি হয় বলে বলা হয়।

তিনি সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই তাঁকে সর্বত্র পূজা করা হয়।

□ ইলা

ইলা বৃক্ষলতা ও উদ্ভিদদের জননী। তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছে গাছপালা। ইলা থেকে
খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। তিনি পৃথিবীর জীবনধারণের মূল উৎস।

তিনি কৃষির প্রতীক। উদ্ভিদবিনাশ হলে মানবসভ্যতা টকিত না। তাই ইলা জীবনরক্ষক।
পুরাণে তাঁকে বনদেবী বলা হয়। তিনি প্রকৃতির মূল প্রতীক।

□ মুনি

মুনি থেকে জন্ম নিয়ে অপ্সরারা। অপ্সরারা দেবলোকের নৃত্যশিল্পী। তাঁরা দেবতাদের
আনন্দ দতিনে।

মুনি ছিলেন সৌন্দর্যের প্রতীক। অপ্সরারা প্রায়ই ঋষিদের তপস্যা ভংগ
করতেন। যমেন মনেকা, উর্বশী, রম্ভা। এরা সবাই মুনির কন্যা। মুনি থেকে জন্মানো
অপ্সরারা দেবলোকের শোভা। তাঁদের রূপগুণ অদ্বিতীয়। তাই মুনি স্বর্গীয়
সৌন্দর্যের জননী।

□ অরষিটা

অরষিটা গন্ধর্বদরে জননী। গন্ধর্বরা দেবলোকের গায়ক।

তাঁরা সঙ্গীত ও কাব্যের দেবতা। অরষিটার সন্তানরা স্বর্গের সঙ্গীতজ্ঞ। তারা গান
গয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে।

গন্ধর্বরা স্বর্গীয় অনুষ্ঠানের অংশ। তাঁরা সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের প্রতীক। অরষিটা

সঙ্গীতময় শক্তির উৎস।

□ ক্রোধবশা

ক্রোধবশা ছিলেন রাক্ষস ও পশিচদরে জননী।

তাঁর সন্তানরা ভয়ঙ্কর স্বভাবেরে। পশিচরা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। রাক্ষসরা মানুষেরে
শত্রু। ক্রোধবশার সন্তানরা ধ্বংসাত্মক। তাঁরা ভয়রে প্রতীক। পশিচরা মৃতদেহে
ভক্ষণ করে। রাক্ষসরা দেবতা ও মানবেরে বরোধী।

ক্রোধবশা অশুভ শক্তির প্রতীক। তাঁর নামেই ক্রোধেরে প্রকাশ।

□ খাসা

খাসা ছিলেন যক্ষ ও রাক্ষস জননী।

যক্ষরা ধনরত্নরক্ষক। তাঁরা কুবেরেরে অনুসারী।

খাসার সন্তানরা দুই দলে বিভক্ত। একদল শুভ (যক্ষ)।

অপরদল অশুভ (রাক্ষস)। যক্ষরা কল্পবৃক্ষ ও ধন রক্ষা করে।

রাক্ষসরা মানববরোধী। খাসা দুই বপিরীত শক্তির উৎস।

কশ্যপ ঋষিরি বহু স্ত্রী ছিলেন।

প্রত্যেকে স্ত্রী এক-একটি জাতিরি জন্ম দেন।

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস।

আবার পশু-পাখি, গরু, গাছপালা।

সবকিছু তাঁর বংশ থেকে উৎপন্ন।

এজন্য তাঁকে সমস্ত জীবেরে পতি বলা হয়।

পুরাণে কশ্যপেরে গুরুত্ব অপরিসীম।

দেবে-অসুর যুদ্ধেরে মূল সূচনা তাঁর পরিবার থেকেই।

অদতি-দতিরি দ্বন্দ্বই দেবে-অসুর সংঘাত।

কদ্রু-বনিতার বরোধ নাগ-গরুড় সংঘাত।

তাই কশ্যপেরে পরিবারই বিশ্বসংসারেরে প্রতচ্ছবি।

প্রতটি স্ত্রী এক একটি শক্তির প্রতীক।

অদতি — ধর্ম ও আলো।

দতি — অধর্ম ও অন্ধকার।

দনু — দানবীয় শক্তি।

কদ্রু — সর্পশক্তি।

বনিতা — গরুড়শক্তি।

তাম্রা — পক্ষীশক্তি।

সুরভি — ধনুশক্তি।

ইলা — বৃক্ষশক্তি।

মুনি — সটান্দ্র্যশক্তি।

অরষিটা — সঙ্গীতশক্তি।

ক্রোধবশা — অশুভ শক্তি।

খাসা — দ্বৈতশক্তি।

তাই কশ্যপই বশ্বিসৃষ্টি রূপে পূজিত।ঋগ্বেদেও কশ্যপের উল্লেখ আছে।তিনি
তপস্যাশক্তিতে সমৃদ্ধ ছিলেন।
তঁার আশ্রমে দেবতা পর্যন্ত আসতেন।তিনি মহাদেব ও বশ্বিগুর ভক্ত ছিলেন।তিনি
প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষক।
কশ্যপ পরিবার মূলত প্রকৃতির চক্র।দেবতা — আলো ও ন্যায়।অসুর — অন্ধকার ও
অন্যায়।নাগ — ভূগর্ভশক্তি।
গরুড় — আকাশশক্তি।গরু — সম্পদশক্তি।বৃক্ষ — খাদ্যশক্তি।অপ্সরা —
আনন্দশক্তি।গন্ধর্ব — সঙ্গীতশক্তি।
যক্ষ — সম্পদরক্ষা।রাক্ষস — ধ্বংসশক্তি।

তাই কশ্যপের স্ত্রীগণ বশ্বিতত্ত্বের প্রতীক।এটি প্রকৃতির বৈচিত্র্যের
ব্যাখ্যা।প্রতিটি শক্তি অপরহিঁর্য।

বশ্বি পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত আছে □
“কশ্যপো ভগবান ঋষি সর্বপ্রাণীণাম পতি।”
অর্থাৎ, “কশ্যপ মুনি হলেন সমস্ত প্রাণীর পতি।”

তিনি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষাকারী এক যোগী,

যিনি নিজ বংশধরদের মাধ্যমে বশ্বিবে আলো-অন্ধকার, শুভ-অশুভ, সব শক্তিকেই
একত্রে স্থাপন করেছিলেন।
কশ্যপ মুনরি কাহিনি আমাদের শেখায়, □এই বশ্বিবে আলো ও অন্ধকার, ভালো ও মন্দ
□ দুটোই সৃষ্টির অবচ্ছদ্য অংশ।
যিনি এই দুইয়ের সমন্বয় বোঝেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী---কশ্যপ ছাড়া সৃষ্টি
অসম্পূর্ণ।তঁার নামে কশ্যপ গোত্র গঠিত হয়েছে।
আজও বহু হিন্দু পরিবার কশ্যপ গোত্র ধারণ করে।কশ্যপ ছিলেন আদি ঋষিদের
অন্যতম। তাই তাঁর স্থান অনন্য।